376

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JAN. ৫ 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় খুব সংক্ষিপ্ত আকারে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষা বোর্ড সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ৪৮টি কলেজের এফিলিয়েশন বাতিল করা হইবে। কারণ, ঐসব কলেজের বিগত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ৫০% পরীক্ষার্থী পাস করিতে পারে নাই। সিদ্ধান্তটি ভাল। অতএব, এব্যাপারে আপত্তি থাকিবার কথা নহে। তবে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সদাশয় কর্তৃপক্ষকে দুইটি দিক বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানাই। একটি হইতেছে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রয়োগ সরকারী-বেসরকারী কলেজ নির্বিশেষে একরূপ হইতে হইবে। অন্যটি হইতেছে, মেট্রোপলিটন এরিয়া, জেলা শহর এবং মফস্বল এলাকার কলেজগুলিকে এক দৃষ্টিতে বিবেচনা করিতে হইবে। মেট্রোপলিটান এরিয়া এবং জেলা সদরকেন্দ্রিক কলেজসমূহে আন্তঃবিনিময় পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থিগণ নকলমুক্ত পরিবেশে প্রস্তর বৎ স্থিরস্কন্ধ হইয়া পরীক্ষা দেয় অথচ থানা সদর তথা মফস্বলের কেন্দ্রসমূহে দীর্ঘদিনের অব্যাহত অবর্ণনীয় অব্যবস্থা এবং পরীক্ষার নামে নকলের যে মহড়া হয় তাহা সমবিবেচ্য হইতে পারে না। সেইসব কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়া ফেল করাটা রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। সুতরাং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার যদি এফিলিয়েশনের শর্ত হয়, সেই ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি।

জনৈক অধ্যক্ষ।